IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

রবীন্দ্রনাথের গান সংরক্ষণে স্বরলিপিকারদের ভূমিকা - একটি গবেষণাভিত্তিক সমীক্ষা

Dr. Jhinuk Talapatra

Abstract:

রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলা সংগীত-ঐতিহ্যের এক অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিপুল সংখ্যক গান রচনা করলেও তিনি নিজে স্বরলিপি রচনায় অনভ্যস্ত ছিলেন। ফলে তাঁর সৃষ্ট গানগুলির সুরসংরক্ষণ এবং প্রজন্মান্তরে সঠিকভাবে ঐ গানের প্রচারের জন্য স্বরলিপিকারের ভূমিকা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি নির্মাণ ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা বিভিন্ন স্বরলিপিকারের জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপিকার হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী, কাঙালীচরণ সেন, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, ভীমরাও শাস্ত্রী, অনাদিকুমার দস্তিদার, প্রফুল্লকুমার দাস, শান্তিদেব ঘোষ এবং শৈলজারঞ্জন মজুমদারের অবদান এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

প্রবন্ধে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাথমিক পর্যায়ে স্বরলিপির বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি বিশেষ জনপ্রিয়তা ও কার্যকারিতা অর্জন করে। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের গানের প্রধান স্বরলিপিকার হিসেবে কাজ করে প্রায় সাতশত গানের স্বরলিপি সংরক্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, শান্তিদেব ঘোষ ও শৈলজারঞ্জন মজুমদার প্রমুখ রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুদ্ধ রূপ সংরক্ষণ ও শিক্ষাব্যবস্থায় স্বরলিপি পাঠের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

গবেষণার মাধ্যমে প্রতীয়মান যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংরক্ষণ, প্রচার ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে স্বরলিপিকারদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গান আজও কালের স্রোতে হারিয়ে যায় নি, প্রামাণ্য নথি রূপে সংরক্ষিত রয়েছে এবং রবীন্দ্রসংগীতশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা লাভ করেছে।

Keywords:

রবীন্দ্রসঙ্গীত, স্বরলিপি, স্বরলিপিকার, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, আকারমাত্রিক স্বরলিপি, সংগীত সংরক্ষণ, বিশ্বভারতী, বাংলা সংগীত।

এই প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয় হল রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপিকার। রবীন্দ্রনাথের গানকে কালের প্রবাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে, এই গানের কৌলীণ্য রক্ষার্থে যাঁরা তাঁর গানকে স্বরলিপিবদ্ধ করেছেন – তাঁদের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই স্বরলিপিকারদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী, কাঙ্গালীচরণ সেন, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, ভীমরাও শাস্ত্রী, অনাদিকুমার দস্তিদার, প্রফুল্লকুমার দাস, শান্তিদেব ঘোষ এবং শৈলজারঞ্জন মজুমদার সম্বন্ধে বিশদে সমীক্ষা করা হ'ল -

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :

১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথের গানকে যথাযথভাবে সংরক্ষণার্থে ঠাকুর পরিবার থেকে সুরেশ্বর (সুরেন্দ্রনাথ) বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করা হয়েছিল। আদি ব্রহ্মসমাজের গায়ক এবং বিখ্যাত সংগীতকার সুরেন্দ্রনাথের স্বরলিপি রচনায় যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাঁর স্বরলিপি-লিখন কুশলতা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ এবং বিস্মিত করে। তিনি রবীন্দ্রনাথের বহু গান স্বরলিপিতে বেঁধেছিলেন। তাঁর স্বরলিপিকৃত প্রথম রবীন্দ্রনাথের গান হল - 'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।' ৬টি খন্ডে বিভক্ত 'গীতলিপি'-র স্বরলিপি এবং 'প্রায়শ্চিত্ত' গীতিনাট্যের সবক'টি গানের স্বরলিপিই তাঁর করা।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর :

গান লিখে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই গান কাউকে শিখিয়ে দিয়ে রবি ঠাকুর 'খালাস' হয়ে যেতেন।[1] তিনি স্বয়ং স্বরলিপি লিখনে অনভ্যস্ত ছিলেন। গান রচনা করে ও শিখিয়ে দিয়েই তাঁর সেই গানের সুর ভুলে যাওয়ার কারণে তিনি সবসময় চাইতেন কেউ না কেউ তাঁর গানকে স্বরলিপিবদ্ধ করে রাখুক, নইলে গানগুলি অচিরেই হারিয়ে যাবে। এই তাগিদেই প্রথমদিকে তিনি গান রচনা করেই গ্রীষ্মের প্রখর তাপে, ভরা বর্ষণে আবার কখনো বা স্নানঘরের বাইরেই দিনেন্দ্রনাথকে তলব করে পাঠাতেন অথবা নিজেই তাঁর কাছে ছুটে যেতেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রথম যুগের ছাত্র নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণের স্মৃতিচর্চা থেকে জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ নতুন গান রচনা করেই সন্ধ্যেবেলা দিনেন্দ্রনাথের গানের ক্লাসে চলে এসে নিজেই ছেলেদের সেই গানটি শেখাতে শুরু করতেন আর ইত্যবসরে দিনেন্দ্রনাথ ' র‍্যাপিড রাইটিং'-এর মত গানটির স্বরলিপি করে নিতেন। গানটি একবার গাইবার মধ্যেই তাঁর স্বরলিপি রচনা করা হয়ে যেত, তারপর সেই গান এস্রাজের সঙ্গে 'অবলীলাক্রমে' গেয়ে যেতেন। নিশ্চিন্ত রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁকে বলতেন – "নে, এবার ভাল করে এদের শিখিয়ে দে।"[2]

একথা বলা যেতেই পারে যে, দিনেন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনার প্রধান সারথি ছিলেন। তিনি ১৯০৮ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগদান করবার কিছুকাল পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপিকরণ শুরু করেন। তাঁর করা রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম মুদ্রিত স্বরলিপিটি ছিল '(ও ভাই) বাঁচান বাঁচি মারেন মরি', এই স্বরলিপিটি 'প্রবাসী' পত্রিকার জ্যোষ্ঠ, ১৩১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দিনেন্দ্রনাথ-কৃত 'গীতলেখা' স্বরলিপি গ্রন্থের ৩টি ভাগ যথাক্রমে – ১৩২৪,১৩২৫ এবং ১৩২৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর করা অন্যান্য স্বরলিপিগ্রন্থগুলি হল – 'গীতপঞ্চাশিকা' (১৯১৮), 'বৈতালিক' (১৯১৮), 'গীতপত্র' (১৯১৮), 'কেতকী' (১৯১৯), 'শেফালি' (১৯১৯), 'গীতবীথিকা'(১৯১৯), 'কাব্যগীতি' (১৯১৯), দুইখন্ড 'নবগীতিকা' (১৯১৯), 'বসন্ত' (১৯২৩), 'গীতিমালিকা' দুইখন্ড (১৯২৬,১৯৩০), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৯২৮), 'তপতী' (১৯২৯), 'গীতলেখা' (১৯৩৫)। এছাড়াও রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুগ্মভাবে কৃত ৮টি গানের স্বরলিপি – যা দুষ্প্রাপ্য। দিনেন্দ্রনাথ-কৃত শেষ স্বরলিপিটি হ'ল – 'আমার অন্ধপ্রদীপ শূণ্য পানে চেয়ে আছে।' তিনি প্রায় ৭০০টি রবীন্দ্রনাথের গানকে স্বরলিপিবদ্ধ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় সুর-বিস্মৃত রবীন্দ্রনাথ অসহায় হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় দিনেন্দ্রনাথকে কাছে পাওয়া ছিল তাঁর পরম প্রাপ্তি, তিনি যেন স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলেন। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল অবধি দীর্ঘ ২৫ বছর কবি তাঁর গানের সুর সংরক্ষণের দিক থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে দিনেন্দ্রনাথের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। দিনেন্দ্রনাথকে নিয়ে পূর্বের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে একটিমাত্র গানই স্বরলিপিবদ্ধ করেছিলেন, যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সৌজন্যে পাওয়া গেছে – 'একি সত্য, সকলই সত্য, হে আমার চিরভক্ত।' তাঁর করা এই গানের স্বরলিপিটি এই অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

নিজের গানে সুরারোপ করে তা বিস্মৃত হবার অনেক সাক্ষ্যই বহন করে নানান নথি। ৩রা জুন, ১৯১৪ সালে রামগড় থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে কবির মনোবেদনা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত –

"আমার মুস্কিল এই যে সুর দিয়ে আমি সুর ভুলে যাই। দিনু কাছে থাকলে তাকে শিখিয়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে ভুলতে পারি। নিজে যদি স্বরলিপি করতে পারতাম কথাই ছিলনা।"[3]

কবির এই অসহায়তার দরুণ তাঁর জীবনে বাঁধা অনেক সুরই হারিয়ে গেছে। সেই ভুলে যাওয়া সুর খুঁজতে তিনি যাঁদের সেই গানগুলি নিজহাতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন অথবা যাঁরা সেই গানগুলিকে স্বরলিপিতে বেঁধেছিলেন – বারবার কবিকে তাঁদের সংগ্রহের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। নিজের সব হতে আপন, সবচাইতে প্রিয় সৃষ্টিকে সংরক্ষণ করবার আকুল তাগিদ তাঁকে সর্বদা

[1] 'বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত' - ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক ১৩৪৯ সংখ্যা, পৃ.- ২৩৮-৩৯

[2] দেশ পত্রিকা, ১৭ই আশ্বিন, ১৩৮২, 'গানের আসর' কলামের 'একটি স্মৃতিচারণ'- শারঙ্গদেব, পৃ.- ৭৮৬

[3] 'রবিতীর্থে' - অসিত হালদার, পৃ.- ৫২

উদগ্রীব করে রাখত। যখনই শান্তিনিকেতন আশ্রমে সংগীতের কোনো অধ্যাপক এমনকি ছাত্রকেও কাছে পেতেন, তখনই তাঁকে দিয়ে কবি তাঁর নতুন গানের স্বরলিপিটি করিয়ে রাখতেন। এই কার্যে মূলত: প্রায় ৩০ জন গুণীজনের অবদান রয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দিনেন্দ্রনাথ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গানগুলিকে যে সকল স্বরলিপিকার স্বরলিপিবদ্ধ করেছেন – তাঁদের সম্বন্ধে একটু জেনে নেওয়া যাক। প্রধানতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, কাঙ্গালীচরণ সেন, প্রতিভা দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী – প্রমুখ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর:

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে স্বরলিপির ইতিহাস এবং বিবর্তন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। স্বরলিপি হল রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের একটি কাঠামো বা Structure, যেখানে এর সুর, তালের যাবতীয় রূপ 'বিধিসম্মতভাবে স্থিরীকৃত' রয়েছে।[4] স্বরলিপির ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, গানের সুরকে বেঁধে রাখবার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতীয় স্বরলিপির উদ্ভাবন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ইউরোপীয় রৈখিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলায় আরো একটি স্বরলিপি পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন, সেটি হ'ল রেখামাত্রিক স্বরলিপি। তবে, এই স্বরলিপি পদ্ধতিটি কার্যকর হয় নি বললেই চলে। ১৮৬৮ সালে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী দন্ডমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তবে, এই পদ্ধতিটি প্রথম ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর অগ্রজ-কৃত স্বরলিপি পদ্ধতিটি কীভাবে আরো সরলীকৃত করা যায়, সেই চেষ্টায় রত ছিলেন। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার (১৮৮৫) 'বালক' পত্রিকায় এবং 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি 'গানের স্বরলিপি' নাম্নী একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, এই প্রবন্ধে তিনি সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তবে, উক্ত স্বরলিপি পদ্ধতিটির প্রচারে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকাই সর্বাধিক ছিল। এর প্রায় বছর তিনেক পর পরিবর্তন, পরিমার্জন, নানান বিবর্তন এবং নিরন্তর গবেষণার ফলস্বরূপ অবশেষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রবর্তিত আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিটি আবিষ্কৃত হয়। 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দের (১৮৯১) অঘ্রাণ ও পৌষ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর এই নতুন স্বরলিপি পদ্ধতিটি প্রথম প্রকাশ করেন। এই স্বরলিপি পদ্ধতিটি যাতে সহজে অনুসরণ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী আকারমাত্রিক স্বরলিপির নিয়মাবলী প্রকাশ করেন। আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির বহুল প্রচারের জন্য তথা এই পদ্ধতিটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রণীত 'স্বরলিপি গীতিমালা' গ্রন্থ, 'বীণাবাদিনী', 'সংগীত প্রকাশিকা' এবং 'ভারতী' পত্রিকার গুরত্ব অপরিসীম। 'স্বরলিপি গীতিমালা' গ্রন্থটি ডোয়ার্কিন এন্ড সন্ কোম্পানি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ১১৬টি গানকে আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি অনুসারে স্বরলিপিবদ্ধ করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রসংগীতের লয়-নির্বাচনের প্রণালীটিও উদ্ভাবন করেছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতে লয়-নির্ধারণের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং অতি গুরুত্বপূর্ণও বটে।

য়ুরোপীয় সাংকেতিক স্বরলিপিতে "ক্রচেট", "কোয়েভর" প্রভৃতি চিন্হের দ্বারা মাত্রার ওজন কিছুটা জানা যায় এবং মাত্রামাণ যন্ত্রের সাহায্যে মাত্রার পরিমাণ যথাযথরূপে নির্ধারিত হতে পারে। কিন্তু, মাত্রামাণ যন্ত্রের দ্বারা মাত্রার পরিমাণ সবসময় নির্ণয় করার সুবিধা হয় না। তাছাড়া, এই যন্ত্রটি সংগ্রহ করাও সকলের সাধ্যায়ত্ত না হতে পারে। এই জন্য এর একটি সহজ নিয়ম নিম্নে দেওয়া হ'ল। এই নিয়মে লয়ের আপেক্ষিক পরিমাণ স্থির হ'তে পারে। একটু এদিক-ওদিক হ'লে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না।

তিনি এই গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীতে লয়-নির্ধারণের যে প্রণালী আবিষ্কার করেন, তাতে ৭ প্রকার লয়ের উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।

এটা পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যাগুলি পরপর খুব তাড়াতাড়ি এক নিঃশ্বাসের মধ্যে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করলে, এক সেকেন্ডের মধ্যে ৬ সংখ্যা পর্যন্ত্য অধিকাংশ লোকে উচ্চারণ করতে পারে। তার অধিক পারে না। এই গতিতে ৬ সংখ্যা অন্তর করতালি দিলে গানের পক্ষে বিলম্ব গতি হচ্ছে ব'লে উপলব্ধি হয়। ৪ সংখ্যা অন্তর করতালি দিলে মধ্যগতি অর্থাৎ, সহজ লয় হচ্ছে ব'লে উপলব্ধি হয়।

এই স্বরলিপি পদ্ধতিকে তিনি সরল থেকে সরলতম পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করায় এই পদ্ধতিটিই সর্বাপেক্ষা কার্যোপযোগী, সুবিধাজনক এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর প্রণীত এই আকারমাত্রিক স্বরলিপির কার্যকারিতা সংগীতসমাজ থেকে রেখামাত্রিক এবং দন্ডমাত্রিক স্বরলিপির অস্তিত্ব মুছে দেয়।

[4] 'রবীন্দ্র-গানের স্বরলিপিকার' - পীতম সেনগুপ্ত, পৃ.- ১১

তাই, একথা বলাই বাহুল্য যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রণীত আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিটি বিজ্ঞানসম্মত এবং সুসংগঠিত, যার মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের প্রায় সমস্ত গান সংরক্ষণ করা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের সেই বিপুল সম্ভারটির সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

প্রতিভা দেবী:

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রতিভা দেবী ছিলেন সর্বগুণসমন্বিতা। ঠাকুরবাড়ির সদস্যাদের মধ্যে প্রতিভা দেবীই সর্বপ্রথম, যিনি স্বরলিপি রচনার সহজতম পন্থাটি আবিষ্কার করেন। এর আগে কোনো মহিলা স্বরলিপি নির্মাণের কাজে অগ্রসর হন নি। তিনিই প্রথম আকারমাত্রিক স্বরলিপির নিয়মাবলী উদ্ভাবন করেন। তিনি বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রনাথের গানকে স্বরলিপিবদ্ধ করেছিলেন। 'বল্, গোলাপ, মোরে বল্, তুই ফুটিবি, সখী কবে' – গানটি সম্ভবত: রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত হওয়া প্রথম গান। প্রতিভা দেবী এই গানটির স্বরলিপি নির্মাণ করেন। গানটি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকার 'সহজে গান শিক্ষা' অধ্যায়ে ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'আনন্দ সংগীত' পত্রিকায় ১৩২০ থেকে ১৩২৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্র-গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র অধিকাংশ গানও তিনি আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে স্বরলিপিবদ্ধ করেন।

সরলা দেবী:

সরলা দেবী অত্যন্ত বিদুষী ছিলেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সহোদরা স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। ছেলেবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি ছিলেন শ্রুতিধর। তিনি প্রায় ২০টি রবীন্দ্রনাথের গানকে স্বরলিপিবদ্ধ করেন। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে 'শতগান' নামক স্বরলিপিগ্রন্থে এই গানগুলি প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সরলা দেবী কৃত এই গানগুলি সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে লেখা হয়েছিল।

কাঙ্গালীচরণ সেন:

কাঙ্গালীচরণ সেন আদি ব্রাহ্মসমাজের নিয়মত গায়ক ছিলেন। তিনি 'ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি' – নাম্নী ৬খন্ড সম্বলিত গ্রন্থের স্বরলিপিকার। এই স্বরলিপিগ্রন্থে ১৯৮টি রবীন্দ্রনাথের গান স্বরলিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম খন্ডের প্রকাশকাল ১৩১১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস আর এর শেষ খন্ডটি ১৩১৮ বঙ্গাব্দের জ্যেষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়। আকারমাত্রিক স্বরলিপি রচনায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাঁর করা স্বরলিপিগুলি ছিল সহজ এবং সরল প্রকৃতির, কোনোরকম অলংকারের বাহুল্য বর্জিত।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী:

এই গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি স্বরলিপি নির্মাণে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গান সংরক্ষণে, তার সকল শুদ্ধতাসহ এই গানকে প্রসারিত করায়, অপ্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপিকরণে তথা শান্তিনিকেতন সংগীত ভবনের পাঠক্রমে স্বরলিপিপাঠ প্রবর্তনে ইন্দিরা দেবীর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর উদ্যোগে এবং তৎপরতায় কবির অনেক হারিয়ে যাওয়া গানের সুরের স্বরলিপিকরণ সম্ভব হয়েছে। তিনি বিশ্বভারতী স্বরলিপি সমিতির প্রধান অতিথি ছিলেন। প্রধানত: তাঁরই নির্দেশনায় স্বরলিপি সমিতির সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হ'ত। তাঁর লেখা রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি বিষয়ক গ্রন্থ এবং নানান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই বিষয়ে আজীবন তিনি অত্যন্ত সচেতন এবং কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তিনি পিয়ানো বাদনে পারদর্শী ছিলেন, তাই তাঁর করা রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপিগুলি অপেক্ষাকৃত অলংকারবহুল।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে থাকাকালীন এবং তাঁর আশ্রম ছেড়ে চলে যাবার পর যে সকল গুণীজন রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপিকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভীমরাও শাস্ত্রী, অনাদিকুমার দস্তিদার, প্রফুল্লকুমার দাস, শৈলজারঞ্জন মজুমদার এবং শান্তিদেব ঘোষ – ছিলেন অগ্রগণ্য।

ভীমরাও শাস্ত্রী:

এই গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে ভীমরাও শাস্ত্রী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি হিন্দিভাষী হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতন আশ্রমে এসে, তাঁকে ভালোবেসে, তাঁর গানকে ভালোবেসে, তাঁকে শ্রদ্ধা করে বাংলাভাষা

শেখেন এবং তৎপরবর্তীকালে দেবনাগরী হরফে এবং ভাতখন্ডে প্রবর্তিত স্বরলিপি পদ্ধতিতে কবিগুরুর ৯৮টি গানকে স্বরলিপিবদ্ধ করেন। তিনি ১৯২৬ সালে 'সংগীত গীতাঞ্জলি' গ্রন্থটিতে তাঁর স্বরলিপিকৃত গানগুলি প্রকাশ করেন।

অনাদিকুমার দস্তিদার:

১৯১২ সালে মাত্র ৪ বছর বয়সে অনাদিকুমার দস্তিদার শান্তিনিকেতন আশ্রমে পাঠগ্রহণ করতে আসেন। আশ্রম থেকে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর তিনি দীর্ঘ ৫ বছর রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের কাছে সংগীতের তালিম নেন। রবীন্দ্রনাথ ভাবী স্বরলিপিকাররূপে তাঁকে কল্পনা করেছিলেন। ৩০/০৮/১৯২০ সালে লন্ডন থেকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন –

"...বিশেষ যত্ন করে স্বরলিপি শিখো। ..."[5]

গুরুদেবের এই উপদেশ তিনি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছিলেন। প্রায় ১৫০টি রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপিকরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গান কণ্ঠস্থ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেটি স্বরলিপিবদ্ধ করে নিতেন। শৈলজারঞ্জন মজুমদারের মতে, দিনেন্দ্রনাথ ছাড়া একমাত্র অনাদি দস্তিদারই ভালো স্বরলিপি পড়তে এবং স্বরলিপি তৈরী করতে জানতেন।

প্রফুল্লকুমার দাস:

প্রফুল্লকুমার দাস বিশ্বভারতী সংগীত ভবনের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের ৯টি গানের স্বরলিপিকরণ করেন। এই গানগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হল, কবিকণ্ঠে গীত 'তবু মনে রেখো' – গানটির স্বরলিপি। এই গানটি হেমেন বসুর কোম্পানিতে রেকর্ড করা হয়েছিল। যদিও ইতিপূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সরলা দেবী এই গানের স্বরলিপি নির্মাণ করেছিলেন; তথাপি পরবর্তীকালে কবিকণ্ঠের এই গানের স্বরলিপি তৈরী করেন প্রফুল্লকুমার দাস। তিনি বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের স্বরলিপি শাখায় দীর্ঘদিন কর্মরত থাকবার সুবাদে বেশিরভাগ স্বরবিতান গ্রন্থের গানের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

শান্তিদেব ঘোষ:

মাত্র ৬মাস বয়সে শান্তিনিকেতন আশ্রমে এসেছিলেন শান্তিময় ঘোষ। তাঁর 'শান্তিদেব'-নামটিও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। সুদীর্ঘকাল রবি ঠাকুরের স্নেহস্পর্শে থাকার ফলে ছেলেবেলা থেকেই গুরুদেব-অনুসৃত পথেই তাঁর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। শান্তিদেব ঘোষকে নিয়েও এই গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাথে সবচেয়ে বেশিদিন সঙ্গ করবার ফলে তাঁর মানসপট জুড়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি ছিলেন শান্তিদেবের জীবনের ধ্রুবতারা। ছেলেবেলা থেকে তাঁর কাছে গান শেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল শান্তিদেব ঘোষের। গান রচনা করে সেই নবরচিত গান রবীন্দ্রনাথ, শান্তিদেব ঘোষকে শেখাবেন বলে একটি কাগজে লিখে রাখতেন। পাছে গানগুলি ভুলে যান, তাই অনবরত, অবিশ্রান্তভাবে গেয়ে যেতেন যতক্ষণ না অবধি তাঁকে গানগুলি শিখিয়ে দিতেন। তিনিও আকারমাত্রিক স্বরলিপি লিখনে পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রায় ৭০টি রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপিকরণ করেন।

শৈলজারঞ্জন মজুমদার:

শৈলজারঞ্জন মজুমদার ১৯৩২ সালে কেমিস্ট্রির অধ্যাপকরূপে বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন। রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি তাঁর অদম্য আকর্ষণ তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসেছিল। তাঁকে নিয়েও এই গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনে তিনি দিনেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রসংগীতের দীক্ষা নিয়েছেন। একদিন দিনেন্দ্রনাথকে কর গুনে-গুনে স্বরলিপি নির্মাণ করতে দেখে তিনিও উৎসাহিত হয়ে গুরুর অনুমতি নিয়ে স্বরলিপি রচনা শুরু করেন। তাঁকে অনুমতি দেবার পূর্বে দিনেন্দ্রনাথ বলে পাঠান –

" একটু ভেবে-চিন্তে এগোতে বোলো, এ জিনিস সকলের হয়না, আর হলেও সহজে হয়না। "[6]

তাঁর স্বরলিপিকৃত প্রথম রবীন্দ্রসংগীতটি ছিল – 'মম মন উপবনে'। গানটির স্বরলিপির খসড়া দেখে দিনেন্দ্রনাথ রীতিমত উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। গানটি ১৯৩৪ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই থেকে তাঁর স্বরলিপি লিখনের পথচলা শুরু।

[5] ' রবীন্দ্রগানের অন্তর্জগৎ' - সুশীলকুমার বিশ্বাস, পৃ.- ৭০

[6]সুবিনয় রায়ের নেওয়া শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সাক্ষাৎকার, 'দেশ' পত্রিকা,সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮০, পৃ.- ৭২

দিনেন্দ্র-পরবর্তীকালে তাঁর রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শেখা শুরু হয়। কবিগুরুর কাছে গান শিখতে গেলেই তিনি গানটির স্বরলিপি নির্মাণ করে ফেলতেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন –

" অন্যেরা গান শেখে, আর শৈলজা গানের টাইপরাইটিং করে। "[7]

রবীন্দ্রনাথ বরাবর তাঁকে স্বরলিপি লিখনে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। তিনি নিজে জীবনের নানান সময়, নানান পরিস্থিতিতে, নানান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্বরলিপির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। এ বিষয়ে অন্যদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে তাঁর অপার যত্ন এবং উৎসাহ ছিল। ১৯৪০ সালে সংগীতভবনের পাঠক্রমে স্বরলিপি শিক্ষা এবং স্বরলিপি পাঠ শৈলজারঞ্জন মজুমদারের হাত ধরেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এতে আশ্রমবাসীদের অনেকেই অসন্তুষ্ট হ'ন। তাঁদের এই অসন্তুষ্টির কথা রবীন্দ্রনাথকে জানানোয় তিনি বলেন –

" সে কি ? বাংলাভাষা শিখতে গেলে অ, আ, ক, খ ও ব্যাকরণ তো শিখতে হবেই, সুতরাং তুমি জোর দিয়ে এটাকে চালু করবে। "[8]

রবীন্দ্রপ্রয়াণের পর বিশ্বভারতীর তৎকালীন প্রনেত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সহায়তায় এবং উৎসাহেই সংগীত ভবনের রবীন্দ্রসংগীতের পাঠক্রমে স্বরলিপি নির্মাণ এবং স্বরলিপি পাঠ পাকাপাকিভাবে বলবৎ হয়। শৈলজারঞ্জন ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি সংরক্ষণের একজন কঠোর প্রহরী, যিনি আজীবন বিশুদ্ধভাবে স্বরলিপি মেনে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে তথা তাঁর অসংখ্য শিষ্য-প্রশিষ্যদের সেই মতে চলবার শিক্ষায় অটল এবং অনঢ় ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভবিষ্যত প্রজন্ম একমাত্র 'প্রামাণ্য স্বরলিপি' অনুসরণের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রসংগীতের সম্যক এবং সঠিক রূপটি সম্বন্ধে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, তিনি 'প্রামাণ্য স্বরলিপি'– বলতে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রকাশিত এবং অনুসৃত স্বরলিপিগুলিকেই বুঝিয়েছেন। তিনি অসংখ্য রবীন্দ্রসংগীতকে স্বরলিপিতে বেঁধেছেন। রবীন্দ্রসংগীত যে নিছক স্বরসমষ্ঠি নয়; এই গান গাইতে গেলে যেই যেই দিকগুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যিক, সেই দিকগুলি সম্বন্ধে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝিয়ে দিতে সদা-সচেতন শৈলজারঞ্জন সর্বদা যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তাঁর এই প্রবণতা তাঁর করা স্বরলিপিগুলিতেও প্রতিফলিত।

এ যাবৎ রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপিকরণে যে সকল গুণীজন তাঁর সাথে ছায়ার মতন ছিলেন, তাঁদের নিয়ে এই গবেষণাপত্রে একটি সমীক্ষা করা হ'ল।

গ্রন্থপঞ্জী

- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (ভাদ্র, ১৩৪৭)। *ছেলেবেলা,* প্রকাশক - শ্রী কিশোরীমোহন সাঁতরা, বিশ্বভারতী, ৬/৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩১৯)। *জীবনস্মৃতি ,* প্রকাশক - শ্রী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস্, ৫৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (বৈশাখ ১৩৭৩: ১৮৮৮ শক)। *সংগীত-চিন্তা ,* প্রকাশক - শ্রী নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা - ৭
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (আশ্বিন, ১৩৮৯)। *রবীন্দ্র-পরিচয় ,* প্রকাশক - শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- দেবী, সাহানা। (নভেম্বর, ১৯৭৮)। *স্মৃতির খেয়া ,* প্রকাশক - উপমা সেনগুপ্ত, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭
- দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ। (আশ্বিন, ১৩৮৭)। *শান্তিনিকেতনের এক যুগ,* প্রকাশক - রণজিৎ রায়, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- দেবী, সীতা। (শ্রাবণ,১৩৪৯)। *পুণ্যস্মৃতি ,* প্রকাশক - শ্রী নিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০/২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
- চক্রবর্তী, রমা। (৩০শে শ্রাবণ,১৪০৮)। *ভরা থাক স্মৃতিসুধায়,* প্রকাশক - শ্রী অয়নেন্দ্রনাথ বসু, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, রবীন্দ্রচর্চাভবন, কালীঘাট পার্ক, কলকাতা - ৭০০০২৬

[7]সুবিনয় রায়ের নেওয়া শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সাক্ষাৎকার, 'দেশ' পত্রিকা,সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮০, পৃ.- ৭২

[8]সুবিনয় রায়ের নেওয়া শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সাক্ষাৎকার, 'দেশ' পত্রিকা,সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮০, পৃ.- ৭৩

- দাস, প্রফুল্লকুমার। (২৫শে বৈশাখ,১৩৭৯)। *রবীন্দ্রসংগীত - গবেষণা - গ্রন্থমালা ১ম খন্ড ,* প্রকাশক - শ্রী প্রভাস নিয়োগী, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা - ৭০০০২৬
- ঐ। (৯ই আশ্বিন, ১৩৮০)। *তদেব ২য় খন্ড,* প্রকাশক - শ্রী প্রভাস নিয়োগী, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা - ৭০০০২৬
- সেন, অমিতা। (১৩ই চৈত্র, ১৩৮৯)। *আনন্দ সর্বকাজে ,* প্রকাশক - শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, রবীন্দ্রচর্চাভবন, কালীঘাট পার্ক, কলকাতা - ৭০০০২৬
- সেন, সন্ধ্যা। (কার্তিক,১৩৮৬)। *সুরের আগুন , ১ম খন্ড,* প্রকাশক - সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ৩১/১ বি মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা -৭০০০০৯
- সেন, সন্ধ্যা। (ফাল্গুন, ১৩৮৮)। *সুরের আগুন , ২য় খন্ড,* প্রকাশক - সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ৩১/১ বি মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা -৭০০০০৯
- নাগ, কালিদাস। (২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৪)। *সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ,* প্রকাশক - শ্রী সুধাংশু বক্সী, সুমুদ্রণ, ১০ নং ঠাকুরদাস পালিত লেন, কলকাতা
- হালদার, অসিত কুমার। (১লা মাঘ, ১৩৬৫)। *রবিতীর্থে*, প্রকাশক - শ্রী মাধব চক্রবর্তী, অঞ্জনা প্রকাশনী, ১৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২
- বিশী, প্রমথনাথ। (আষাঢ়, ১৩৫১)। *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন,* প্রকাশক - জগদিন্দ্র ভৌমিক, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- বিশী, প্রমথনাথ। (ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮)। *পুরানো সেই দিনের কথা,* প্রকাশক - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩
- দাস, সুধীরঞ্জন। (আশ্বিন, ১৩৬৬)। *আমাদের শান্তিনিকেতন,* প্রকাশক - কুমকুম ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। (১৩৬৯)। *শান্তিনিকেতন - বিশ্বভারতী,* প্রকাশক - শ্রী রামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- ঘোষ, শান্তিদেব। (২২শে শ্রাবণ, ১৪০৩)। *জীবনের ধ্রুবতারা,* প্রকাশক - সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯
- ঘোষ, শান্তিদেব। (জুলাই,১৯৫৪)। *রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা,* প্রকাশক - ফণিভূষণ দেব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯
- ঘোষ, শান্তিদেব। (৭ই পৌষ, ১৩৪৯)। *রবীন্দ্রসংগীত ,* প্রকাশক - রণজিৎ রায়, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- মজুমদার, শৈলজারঞ্জন। (ডিসেম্বর,১৯৮৫)। *যাত্রাপথের আনন্দগান,* প্রকাশক - সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯
- মজুমদার, শৈলজারঞ্জন। (অক্টোবর, ১৯৮৯)। *রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা,* প্রকাশক - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসংগীত আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
- দে, কিরণশশী। (আশ্বিন, ১৩৮৮)। *রবীন্দ্রসঙ্গীত : রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ,* প্রকাশক - সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩
- দে, কিরণশশী। (বৈশাখ, ১৩৮০)। *রবীন্দ্রসঙ্গীত সুষমা,* প্রকাশক - সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩
- রায়, আলপনা। (২০ ডিসেম্বর, ২০০১)। *রবীন্দ্রনাথের গান - সঙ্গ-অনুষঙ্গ,* প্রকাশক - প্যাপিরাস, অরিজিৎ কুমার, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা - ৭০০০০৪
- রায়, আলপনা। (মে, ২০০১)। *ঐ আসন তলে,* প্রকাশক - সন্দীপ বসু সর্বাধিকারী, সপ্তক, 'অনামী', রতনপল্লি, শান্তিনিকেতন - ৭৩১২৩৫
- সেনগুপ্ত, পীতম। (জানুয়ারী,২০১৮)। *রবীন্দ্র - গানের স্বরলিপিকার,* প্রকাশক - দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা - ৭০০০০৯

- চৌধুরী, সুভাষ। (মাঘ,১৪১০)। *গীতবিতানের জগৎ ,* প্রকাশক - অরিজিৎ কুমার, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা - ৭০০০০৪
- বিশ্বাস, দেবব্রত। (ভাদ্র,১৩৮৫)। *ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত,* প্রকাশক - বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা - ৯
- বোস, নিমাইসাধন। (অগাস্ট, ১৯৮৮)। *Viswabharati Annals On Music,* প্রকাশক - সুব্রত চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী রিসার্চ পাবলিকেশন্স, শান্তিনিকেতন - ৭৩১২৩৫

পত্রিকাপঞ্জী:

- *শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* বৈশাখ ১৩২৬, দ্বিতীয় সংখ্যা, সম্পাদক, মুদ্রক, প্রকাশক - জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন প্রেস, পোস্ট- শান্তিনিকেতন, জিলা- বীরভূম
- *শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* জ্যোষ্ঠ ১৩২৬, তৃতীয় সংখ্যা, সম্পাদক, মুদ্রক, প্রকাশক - জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন প্রেস, পোস্ট- শান্তিনিকেতন, জিলা- বীরভূম
- *শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* শ্রাবণ ১৩২৬, চতুর্থ সংখ্যা, প্রকাশকাল- ১৮ই আষাঢ়, সম্পাদক, মুদ্রক, প্রকাশক - জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন প্রেস, পোস্ট- শান্তিনিকেতন,জিলা- বীরভূম
- *শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* শ্রাবণ ১৩২৬, পঞ্চম সংখ্যা, সম্পাদক, মুদ্রক, প্রকাশক - জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন প্রেস, পোস্ট- শান্তিনিকেতন,জিলা- বীরভূম
- *শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* ভাদ্র ১৩২৬ সংখ্যা, সম্পাদক, মুদ্রক, প্রকাশক - জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন প্রেস, পোস্ট- শান্তিনিকেতন,জিলা- বীরভূম
- *শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৬ সংখ্যা, সম্পাদক, মুদ্রক, প্রকাশক - জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন প্রেস, পোস্ট- শান্তিনিকেতন,জিলা- বীরভূম
- *শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* অঘ্রাণ ১৩২৬, অষ্টম সংখ্যা, সম্পাদক, মুদ্রক, প্রকাশক - জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন প্রেস, পোস্ট- শান্তিনিকেতন,জিলা- বীরভূম
- *শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* পৌষ ১৩২৬, নবম সংখ্যা, সম্পাদক, মুদ্রক, প্রকাশক - জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন প্রেস, পোস্ট- শান্তিনিকেতন,জিলা- বীরভূম
- *শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* মাঘ ১৩২৬, দশম সংখ্যা, সম্পাদক, মুদ্রক, প্রকাশক - জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন প্রেস, পোস্ট- শান্তিনিকেতন,জিলা- বীরভূম
- *শান্তিনিকেতন পত্রিকা,* ফাল্গুন ১৩২৬ সংখ্যা, সম্পাদক, মুদ্রক, প্রকাশক - জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন প্রেস, পোস্ট- শান্তিনিকেতন,জিলা- বীরভূম
- *শারদীয় দেশ পত্রিকা,* ১০ই আশ্বিন, ১৩৪৮। সম্পাদক - সাগরময় ঘোষ
- *দেশ পত্রিকা,* রবীন্দ্রসংখ্যা, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৪৯। সম্পাদক - সাগরময় ঘোষ
- *শারদীয় দেশ পত্রিকা,* ৩০শে আশ্বিন, ১৩৪৯, নবম বর্ষ,৪৯ সংখ্যা, সম্পাদক - সাগরময় ঘোষ
- *দেশ পত্রিকা,* ১৫ই বৈশাখ, ১৩৭৪, ৩৪ বর্ষ
- *দেশ পত্রিকা,* ২রা মার্চ, ১৯৭৪
- *দেশ পত্রিকা,* সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৩ । সম্পাদক - সাগরময় ঘোষ
- *দেশ পত্রিকা,* ৫৭ বর্ষ, সংখ্যা ২৭, ২১শে বৈশাখ ১৩৯৭
- *দেশ পত্রিকা,* সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮০, সম্পাদক - শ্রী অশোককুমার সরকার *ধ্রুবপদ,* বার্ষিক সংকলন ৮, ২০০৪ । সম্পাদক - সুধীর চক্রবর্তী। পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯
- *ধ্রুবপদ,* বার্ষিক সংকলন ১১, ২০০৭। সম্পাদক - সুধীর চক্রবর্তী। প্রকাশক - শ্রেয়া গঙ্গোপাধ্যায়, ৮ রামচন্দ্র মুখার্জি লেন, কৃষ্ণনগর - ৭৪১১০১

- *ধ্রুবপদ,* বার্ষিক সংকলন ১৯৯৯ । প্রসঙ্গ: বাংলা গান । সম্পাদক - সুধীর চক্রবর্তী। ৮ রামচন্দ্র মুখার্জি লেন, কৃষ্ণনগর - ৭৪১১০১
- *নাট্যশক্তি,* বর্ষ ২১, সংখ্যা ৭ - ১২, মে ২০০২ - অক্টোবর ২০০২ । সম্পাদক - রথীন চক্রবর্তী। ১০বি , ক্রিক লেন, কলকাতা - ৭০০০১৪
- *সংগীতভবন পত্রিকা,* বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ - ১৯৬৭-৬৮, সংগীতভবন ছাত্র সম্মেলনী। প্রকাশক - সমর সিংহ জানা, শান্তিনিকেতন।
- *বিশ্বভারতী পত্রিকা* - নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ ১৯৪২ - ২০০৩ । প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ । প্রকাশ - শ্রাবণ ১৪১২ । সম্পাদক - অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য । প্রকাশক - সুনীলকুমার
- *এক্ষণ,* পঞ্চম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪)। সম্পাদক - সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মাল্য আচার্য। ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা – ৯
- *আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা,* ৯ম বর্ষ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯)। সম্পাদিকা - প্রতিভা দেবী। সরকার। বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭